শ্রীভগবত্যেব ধ্যানস্যাকষ্টার্থত্বেন তদ্ধ্যানিনো যুক্ততমত্বেন চোক্তত্বাৎ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদৌ পরত্বস্য শ্রীভগবদ্রূপ এব পর্য্যবসানাৎ, তস্যৈব সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিত্বাভ্যাং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বাত্তত্র শ্রীভগবত্যেব ধ্যানমভিধীয়তে। তথৈব হি তৎ পদ্যং পরমাত্মসন্দর্ভে বিবৃতমস্তি। কস্যৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরেত্যাদাবুপসংহারপদ্যেঽপি সত্যং পরং ধীমহীতি। অতএব স্পষ্টমেবাস্য শ্রীভগবত্তং শ্রীভাগবতবক্তৃত্বাৎ। পূর্ব্বঞ্চ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয় ইত্যুক্তম্। অভ্যাসেনোদাহরণম্ পূর্ব্বং দর্শিতমদর্শিতং চানেকবিধমেব। অপূর্ব্বতয়া ফলেন চ দর্শিতং শ্রীব্যাসসমাধৌ—অনর্থোপশমং সাক্ষাদিত্যাদি। প্রশংসালক্ষণেনার্থবাদেন চাভ্যাসবদ্বহুবিধমেব তত্রাস্তি। উপপত্ত্যা চ—ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদি অনেকমিতি। অত্র গতিসামান্যে চ—ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বেত্যাদি। তথাহ—মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণ ইত্যাদি ॥ ১১৪ ॥

তাহা হইলে এইপ্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টি লক্ষণেও অবান্তর-তাৎপর্য্যে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব বুঝিতে পারা যায়। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম ও উপসংহারে একই অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ এক ভগবান্‌কেই ধ্যান করিবার সামর্থ্য লাভের জন্য প্রার্থনা উপক্রম শ্লোকে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে, উপসংহার শ্লোকেও তেমনই প্রার্থনা করা হইয়াছে। "জন্মাদ্যস্য যত" ইত্যাদি উপক্রম শ্লোকে "সত্যং পরং ধীমহি"—এইরূপ ভগবান্‌কে ধ্যান করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই ধ্যান বিষয়ে শ্রীভগবদ্গীতাতেও দ্বাদশাধ্যায়ে "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে"—হে ভগবন্! এইপ্রকার সতত অভিযুক্ত চিত্তে যে সকল ভক্ত তোমাকে উপাসনা করে আর যাহারা তোমার অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা করে, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা যোগবিত্তম অর্থাৎ উভয়বিধ যোগীর মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ? ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্‌কে যাহারা ধ্যান করে, তাহাদের কোনপ্রকার কষ্ট পাইতে হয় না—এইরূপ উক্তিতে শ্রীভগবদ্ধ্যানের সুখসাধ্যত্ব দেখান হইয়াছে এবং "ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তেমে যুক্ততমা মতাঃ॥ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! যে সকল ভক্ত আমাতে আবিষ্ট মনে নিত্য অভিযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকেই যুক্ততম বলিয়া মনে করি। ভগবানের এইরূপ উক্তিতে যে সকল ভক্ত ভগবৎস্বরূপে ধ্যান করে, তাহাদিগকেই যুক্ততমরূপে উল্লেখ থাকাতে "সত্যং পরং ধীমহি"—এই পদব্যাখ্যায় ভগবদ্ধ্যানেরই যোগ্যতা প্রার্থনা করা হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে।